সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মাকতাবাতুল ফুরকান

www.maktabatulfurqan.com

مكتبة الفرقان

নির্বাচিত বয়ান সংকলন

মুহাররম মাস

গুরুত্ব ও করণীয়

হযরত মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা.
হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস গুম্মান দা.বা.
হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দা.বা.

সংকলন ও অনুবাদ
মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান
মুহাদ্দিস, জামি'আ ইমদাদিয়া আরাবিয়াহ দলিপাড়া, উত্তরা, ঢাকা
খতীব, মৌলবীবাড়ি জামে মসজিদ, নলভোগ, উত্তরা, ঢাকা

সম্পাদনা
হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন দা. বা.
খলীফা, হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান দা.বা.
সিনিয়র মুহাদ্দিস, টঙ্গী দারুল উলূম মাদরাসা, টঙ্গী, গাজীপুর।

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

মুহাররম মাস গুরুত্ব ও করণীয়
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
বাড়ি ২৭, রোড ১৮, সেক্টর ৩, উত্তরা, ঢাকা
www.maktabatulfurqan.com
adamalibd@yahoo.com
01733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৭ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র ১১/১ ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং ৪১), বাংলাবাজার, ঢাকা

দ্যা ব্র্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত: +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ :যিলকদ ১৪৩৮ / আগস্ট ২০১৭
প্রচ্ছদ ■ সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : তৈয়বুর রহমান
ISBN : 978-984-92291-3-1

মূল্য ■ দুই শত চল্লিশ টাকা মাত্র
USD 12.00

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাদেরকে এ দুনিয়াতে মানুষ হিসেবে পাঠিয়েছেন। মুসলমান বানিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত করেছেন। ইসলামের মতো এক অপূর্ব দ্বীন দিয়েছেন। উলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফীক দিয়েছেন। তাদের খেদমত করার সৌভাগ্য দিয়েছেন।

মাকতাবাতুল ফুরকান ইসলামী প্রকাশনা জগতে একটি পরিচিত নাম। প্রকাশ ভঙ্গিতে মৌলিক কিছু গুণগত বৈশিষ্টের কারণে এ প্রতিষ্ঠানের কিতাবসমূহ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে পাঠকসমাজে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধ আল্লাহওয়ালাদের কথাগুলোকে যথোপযুক্তভাবে আধুনিক পাঠকদের কাছে তুলে ধরা এ প্রকাশনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের বর্তমান প্রয়াস মুহাররম মাসের উপর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ তিনজন বিজ্ঞ মনিষী; হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস গুম্মান দামাত বারাকাতুহুম, হযরত মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম এবং হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দামাত বারাকাতুহুমের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ানের সংকলন *মুহাররম মাস : গুরুত্ব ও করণীয়*। কিতাবটি অনুবাদ করেছেন বাংলাদেশের অন্যতম দ্বীনি ব্যক্তিত্ব হযরত প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর

রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের স্নেহধন্য মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান সাহেব। তদুপরি এদেশের স্বনামধন্য অনুবাদক, লেখক ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব মাওলানা জালালুদ্দীন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম তা সম্পাদনা করে দিয়েছেন। এতে অনুবাদের সৌন্দর্য এবং গতিময়তা অনেক বেড়েছে। উল্লেখ্য, অনুবাদকের একটি সংকলন *মুহাররম মাস : তাৎপর্য ও আমল* এতে সংযুক্ত করা হয়েছে। পরিশেষে পরিশিষ্ট অধ্যায়ে উল্লেখিত মনিষীদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া হয়েছে।

হিজরী নববর্ষে মুহাররম চান্দ্রমাসটি ইসলামের ইতিহাসকে পরিপূর্ণভাবে জানা এবং মুসলিম ঐতিহ্য ও বীরত্বকে অন্তরে ধারণ করার কল্যাণময় শুভবার্তা নিয়ে ফিরে আসে। *মুহাররম* শব্দের অর্থ অলঙ্ঘনীয় পবিত্র। ইসলামে মুহাররম মাসটি অত্যন্ত ফযিলতময় ও মর্যাদাপূর্ণ। এ মাসেই বহু নবী-রাসূল ঈমানের কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে মুক্তি ও নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। অসংখ্য তথ্যবহুল ঐতিহাসিক ঘটনা এ মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

সবকিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি। এসবের মধ্যে বাছাই করে তিনি নির্দিষ্ট স্থান এবং কিছু সময়কে সম্মানিত করেছেন। সময়ের পরিক্রমা উল্লেখ করতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা যে চারটি মাসকে সম্মানিত বলে আখ্যায়িত করেছেন, মুহাররম মাস তার অন্যতম। আরবি পরিভাষায় এ মাসকে আল্লাহর মাস বা *শাহরুল্লাহ* হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইসলামের অনেক আগে থেকেই এ মাস আল্লাহ পাকের কাছে অতি সম্মানিত এবং ফযিলতপূর্ণ। তবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে এ মাস মূলত ১০ই মুহাররম কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর শহীদ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিচিতি লাভ করেছে। এ দিবসটিকে কেন্দ্র করে একটি বিপথগামী সম্প্রদায়ের নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে মুসলিম সমাজে নানারকম বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ড প্রচার-প্রসার পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ মাসের কার্যক্রম নিয়ে সঠিক ধারণা রাখা

প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। তবে যুগোপযোগী ভাবধারায় কথোপকথন ও উদাহরণ যেমন মানুষকে দ্বীনের দিকে আহ্বান করতে সহায়ক, তেমনি উদ্ভূত বিভিন্ন দ্বীনি সমস্যার প্রেক্ষিতে সমসাময়িক উলামায়ে কেরামের দিকনির্দেশনা মানা সহজ। এ কারণেই বক্ষ্যমান কিতাবটি সংকলন করা হয়েছে।

কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হল। আল্লাহ তা'আলা এ লেখাকে কবুল করুন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
বাড়ি ৪৯/ডি, রোড ১৩/বি, সেক্টর ৩
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

১০ আগস্ট ২০১৭

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

প্রতি বছর মুহাররম মাস এলেই এদেশের প্রত্যেক এলাকার জামে মসজিদের সম্মানিত খতীবগণ জুম'আর পূর্বে মুহাররম মাস সম্পর্কে আলোচনা করে থাকেন। তবে সময় স্বল্পতার জন্য এ বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। এ মাসে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ের পাশাপাশি কিছু করণীয় ও বর্জনীয় কাজও রয়েছে। সাধারণ মানুষ মিডিয়া ও পত্রিকা নির্ভর হয়ে উঠাতে সঠিক বিষয় অনেক সময় জানা সম্ভব হয় না। যদিও এ বিষয়ে অনেক কিতাবাদি লেখা হয়েছে, তবু সময়ের পরিবর্তনে সমাজে অনেক নতুন বিষয়ের আবির্ভাব হয়েছে। এগুলো ঈমান-আক্বীদার পরিপন্থী হওয়াতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা প্রয়োজন। আর এ প্রয়োজনকে সামনে রেখেই এ কিতাবটি সংকলন করার তাগিদ অনুভব করেছি।

মুহাররম মাস সম্পর্কে হযরত হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ. এর খলীফা হযরত মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের রচিত *শহীদে কারবালা আওর মাহে মুহাররম ফাযায়েল ও মাসায়েল* নামের উর্দূ রিসালাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। উক্ত রিসালাটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা হলো : মুহাররম মাসের ফাযায়েল ও মাসায়েল, করণীয় ও বর্জনীয়, কারবালার প্রকৃত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্ত এবং দলীল ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে। তাই সার্বিকভাবে বিবেচনা করে আমি এটিকে বাংলায় অনুবাদ করে *মুহাররম মাস : গুরুত্ব ও করণীয়* নাম দিয়ে প্রকাশের উদ্যোগ নেই। পরবর্তীতে এ পুস্তিকার সাথে শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের উর্দূ বয়ানের সংকলন *ইসলাহী খুতুবাত* থেকে *মুহাররম আওর আশুরা কী হাকীকত* এবং মাওলানা যুলফিকার

আহমাদ নকশবন্দি দামাত বারাকাতুহুমের *খুতুবাতে যুলফিকার* থেকে *শাহাদাতে হুসাইন* বয়ান দু'টি সংযোজন করা হয়েছে। এতে কিতাবের গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, বিষয়বস্তুর কথা বিবেচনা করে *মাহররম মাস : তাৎপর্য ও আমল* নামে আমার একটি সংকলনও এতে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইসলামী প্রকাশনা জগতে *মাকতাবাতুল ফুরকান* একটি নতুন ধারা চালু করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রকাশনার প্রতিটি কিতাব যেমন আকর্ষনীয়, তেমনি এগুলোর বিষয়বস্তুও তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য। উক্ত কিতাবটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন এ প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী আমার শ্রদ্ধাভাজন কমান্ডার (অব.) মুহাম্মাদ আদম আলী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। আল্লাহ তা'আলা তাকে পরিপূর্ণ জাযায়ে খায়ের দান করুন! আমীন।

কিতাবটির অনুবাদ ও ভাষাশৈলীর প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। আমি তার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে সুধি পাঠক সমাজের কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, বাংলায় রূপান্তরিত করতে গিয়ে অসাবধানতাবসত ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। তাই কোনো ভুল-ত্রুটি কারও দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানালে আমরা পরবর্তীতে তা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সর্বশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করে নেন এবং এর উসীলায় অধমের পরিবারসহ সকল আসাতেযায়ে কেরামের হায়াতে তায়্যিবা, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান
জামি'আ ইমদাদিয়া আরাবিয়াহ দলিপাড়া
উত্তরা, ঢাকা

১০ আগস্ট ২০১৭

উৎসর্গ

আমার সকল আসাতেযায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে :
'হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে দুনিয়াতে নেক হায়াত ও আখেরাতে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন।'
আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন। ■ অনুবাদক

সূচিপত্র

আলোচ্য বিষয় - ১
মুহাররম মাস : গুরুত্ব , তাৎপর্য ও করণীয়
আলোচক : হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস গুম্মান দা. বা.

মুহাররম হিজরী সনের প্রথম মাস	১৭
হিজরী সন গণনার সূচনা	১৮
হযরত উমর রা.-এর আমলও সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত	১৯
মুহাররম মাসের ফযিলত	২০
মুহাররমের রোযার ফযিলত	২০
আশুরার দিনে পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করা	২৩
মুহাররম মাসের বিদ'আত ও কুসংস্কার	২৪
তা'যিয়া তথা বিলাপ করা	২৪
জসনে জুলুস করা	২৫
মুহাররম মাসকে শোকের মাস মনে করা	২৫
মুহাররম মাসে বিবাহ-শাদী না করা	২৬
হযরত হুসাইন রা.-এর নামে পানাহারের ব্যবস্থা করা	২৭
দশই মুহাররমে ব্যবসায়ি কার্যক্রম ও কামাই-রুজির সংকীর্ণতা মনে করা	২৭
শোকের র‌্যালি বা মিছিল করা	২৮
দশই মুহাররমে কবরস্থানে গুরুত্বের সাথে যাওয়া	২৮
সাহাবায়ে কেরামদের মর্যাদা	২৯
কাতেবে-ওহী হযরত মু'আবিয়া রা.	৩১
রাসূলের নাতি হযরত হুসাই রা.-র মর্যাদা	৩৪
হযরত হুসাইন রা.-এর শাহাদাত	৩৬
ইয়াযিদ বিন মু'আবিয়া রা.	৪১
আকাবিরের দৃষ্টিতে ইয়াযিদ	৪১
মুহাররম মাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা	৪৫

আলোচ্য বিষয় - ২
মুহাররম ও আশুরার তাৎপর্য
আলোচক : হযরত মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা.

মর্যাদাপূর্ণ মাস	৫১
আশুরার রোযার ফযিলত	৫২
আশুরার দিন একটি পূণ্যের দিন	৫৩
আশুরার দিন তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কারণ	৫৩
হযরত মুসা আ.-এর ফেরাউন থেকে মুক্তি লাভ	৫৪
ফযিলতের কারণ তালাশ করা উচিত নয়	৫৫
আশুরার দিনে সুন্নাত কাজগুলো আদায় করবে	৫৬
ইহুদীদের সাদৃশ্য হতে বেঁচে থাক	৫৬
ইবাদতেও সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না	৫৭
সাদৃশ্য অবলম্বনকারী তাদের দলের লোক	৫৮
বিধর্মীদের অনুকরণ পরিহার কর	৫৯
আশুরার দিনে অন্য কোনো আমল নেই	৬০
আশুরার দিনে নিজ পরিবারের প্রতি উদারতা	৬০
গোনাহ করে নিজের উপর যুলুম কর না	৬১
বিজাতীয়দের কোনো উৎসবে অংশগ্রহণ কর না	৬২

আলোচ্য বিষয় - ৩
হুসাইন রা.-এর শাহাদাত : আদর্শ ও শিক্ষা
আলোচক : হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দা. বা.

মরেও যারা জীবিত	৬৫
প্রকৃত মুমিন কে?	৬৬
শাহাদাতের তামান্না	৬৭
দুই ছোট সাহাবীর জিহাদের আগ্রহ	৬৮
মা'যূর সাহাবীর শহীদ হওয়ার আগ্রহ	৬৯
জিহাদের প্রতি আগ্রহের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত	৭০
ওহে ঈমানী জযবা! সাবাশ!	৭১
একটি ভুল চিন্তা	৭২
ইসলামী ইতিহাসের এক আলোকিত বাস্তবতা	৭২
দু'টি সূক্ষ বিষয়	৭৩

‘কুফা লা ইউফা’ ৭৪
কারবালার প্রথম শহীদ ৭৪
তাদবীর না তাক্বদীর? ৭৫
হুসাইন রা.-এর তিনটি দাবী ৭৬
দৃঢ়তার পাহাড় ৭৬
হুসাইন রা.-এর সংক্ষিপ্ত চরিত ৭৮
শহীদদের সরদার ৮০
রাসূর সা.-এর কান্না ৮১
বোন-এর চরম ধৈর্য ৮১
ঠিক লড়াইয়ের সময় নামাযের ওয়াক্ত উপস্থিত ৮২
ঈর্ষান্বিত সিজদা ৮৩
ত্যাগের শিক্ষা ৮৪
পিপাসায় কাতর ৮৪
বড় শহীদদের বড় সাক্ষী ৮৫
রাসূল সা.-এর দরসে যোগ্য ছাত্র ৮৫
আল্লাহওয়ালাদের পরিচিতি ৮৬
অটলতার বিরল দৃষ্টান্ত ৮৭
নবী বংশের পবিত্র রমণীরা ৮৮
ধৈর্যের ফল মিষ্টি হয় ৮৯
বড়দের প্রতি অপবাদ ৯১
ইসলাম সাহসী ব্যক্তিদের পথ ৯১
শাহাদাতের ফযিলত ৯২
শহীদদের তামান্না ৯৩
হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর শেষ ইচ্ছা ৯৪
আহলে বাইতকে মহব্বত করা ৯৬
শহীদের মর্যাদা সবচেয় বড় ৯৬
দরসে হুসাইন রা. ৯৭
দু’টি জরুরী কথা ৯৮

আলোচ্য বিষয় - ৪

মুহাররম মাস : তাৎপর্য ও আমল

সংকলক : মুফতী মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান

মুহাররম মাসের তাৎপর্য ১০৩
মুহাররম মাসের বিশেষ তিনটি আমল ১০৪
আশুরা মানেই কারবালা নয় ১০৭
জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস ও শোক দিবস
পালন করা বিদ’আত ১০৭

পরিশিষ্ট

সংক্ষিপ্ত জীবনী ১০৯

আলোচ্য বিষয় - ১

মুহাররম মাস : গুরুত্ব , তাৎপর্য ও করণীয়[১]

আলোচক

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইলিয়াস গুম্মান দামাত বারাকাতুহুম
খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ.

[১] মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান, *শহীদে কারবালা আওর মাহে মুহাররম ফাযায়েল ও মাসায়ে*

"শুধুমাত্র শিয়া সম্প্রদায় নয় আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে এ ধারণা পোষণ করে যে, মুহাররম মাসের প্রথম দশ দিন বিবাহ-শাদী করা হারাম। এ মাসে কোনো ভালো কাজ করলে তাতে কোনো খায়ের বরকত তো হয়ই না, বরং কাজটি বেকার হয়ে যায়। এ ধরনের চিন্তা-চেতনা লালনকারীদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত লোকও রয়েছেন। অথচ এসব চিন্তা-চেতনা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই। ◆ পৃ. ২৬"

মুহাররম মাস : গুরুত্ব, তাৎপর্য ও করণীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَه‘ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَه‘ لاَ شَرِيْكَ لَه‘ ونَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه‘ وَرَسُوْلُه‘ ۞ اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ ۞ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ ۞

মুহাররম হিজরী সনের প্রথম মাস

মুহাররম মাস ইসলামী বছর গণনার প্রথম মাস। যে মাসের বরকত ও ফযিলত অন্যান্য মাসের তুলনায় অতুলনীয়। ইতিহাসের পাতায় এ মাসের অবস্থানও সর্বজনস্বীকৃত। এ মাসের সম্মান ও গুরুত্ব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ আমল দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামী ইতিহাসের বহুল আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো এ মাসেই সংঘটিত হয়েছিল। প্রতি বছর মুহাররম মাস এসে আমাদেরকে ঐ ঘটনাগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়, যা স্মরণে রাখা মুসলিম উম্মাহর

জন্য অত্যন্ত জরুরী। জাগ্রত জাতির নিদর্শন তো এই, যে জাতি তার পূর্বইতিহাস, পূর্বপুরুষদের কার্যাবলী ও পূর্বের ঘটনাবলী ভুলে বসে থাকে না, বরং ইতিহাস স্মরণে রেখে তা থেকে নসীহত গ্রহণ করে। তাই প্রতি বছর মুহাররম মাস এসে আমাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা অর্জন করার সংবাদ প্রদান করে।

হিজরী সন গণনার সূচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরত থেকে মুসলমানদের হিজরী তারিখ গণনার সূচনা হয়। ইতিপূর্বে নবুওয়াতের বছর বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায়ী হজ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে তারিখ গণনা করা হতো। আরবের লোকেরা বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন গণনা করত। যেমন : বুছ যুদ্ধ, দাহেস যুদ্ধ, ফুজ্জার যুদ্ধ, আমুল-ফীল ইত্যাদি।[২]

এ জন্যই তখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে হিজরী সন নির্ধারণের প্রয়োজন পরেনি।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসন আমলে যখন সর্বত্র ইসলামের জয়-জয়কার অবস্থা বিরাজ করছিল তখন আরব ছাড়াও বিভিন্ন অনারব রাষ্ট্রে ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অতঃপর একক, যৌথ ও রাষ্টীয়ভাবে মোটকথা সর্বক্ষেত্রে যখন তারিখ বা সন গণনার প্রয়োজন দেখা দিল ঠিক তখন গুরুত্বের সাথে সন গণনা আরম্ভ হলো। সুতরাং দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে পরামর্শ করলেন এবং এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, রাসূলের মদীনায় হিজরতের বছর থেকেই 'হিজরী সন' গণনা করা হবে। আর তখন থেকেই হিজরী সন গণনা শুরু করা হলো।[৩]

---

[২] *আলকামেল লী ইবনে আছীর*, খণ্ড-১, পৃ. ১৩-১৪

[৩] *তারিখে দামেস্ক লী ইবনে আসাকীর*, খণ্ড-১, পৃ. ৪৪

এমনকি সাহাবায়ে কেরাম এই কথার উপরও একমত হলেন যে, সন গণনা শুরু হবে মুহাররম মাস থেকে। এরপর থেকেই মুহাররম মাসকে বছরের প্রথম মাস ধরে সন গণনা করা হয়।[৪]

হযরত উমর রা.-এর আমলও সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত

মুহাররম মাস থেকে ইসলামী সন গণনার বিষয়টি হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও সাহাবায়ে কেরামের আমলের কারণে এটি আমাদের জন্য সুন্নাতের সমতূল্য। কেননা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলকেও সুন্নাত বলেছেন। আল্লাহর রাসূলের এক একজন সাহাবী এই উম্মাতে মুসলীমার হিদায়াতের জন্য এক একটি উজ্জল নক্ষত্রতুল্য। তাদের মধ্য থেকে যারা খুলাফায়ে রাশেদীন তারা প্রত্যেকেই তাদের অবস্থান অনুযায়ী অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় অধিক মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য সাহাবায়ে কেরামের উপর খিলাফতের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন।

এ কারণেই আল্লাহর রাসূল সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি বলেছেন এবং তাদের অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

হযরত ইরবায বিন সারিয়াহ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

'তোমাদের নিকট পরিচিত আমার সুন্নাত ও হিদায়েতপ্রাপ্ত আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরো।'[৫]

[৪] *আল-মুখতাছর ফী আখবারীল বাশার*, খণ্ড-১, পৃ. ৮০
[৫] ইবনে মাজাহ, *সুনান*, খণ্ড-১, ৪৩

এই হাদীসে আল্লাহর রাসূল নিজের সুন্নাত এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাতের উপর আমল করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী তারিখ বা সন গণনার জন্য হিজরতের ঘটনাকে সামনে রেখে মুহাররম মাসকে প্রথম মাস ধরে গণনা শুরু করেন। আমরাও যদি এই নিয়ম অনুসারে হিজরী সন গণনা করে করে আমাদের কাজ করি তাহলে এটি একটি সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে।

মুহাররম মাসের ফযিলত

গুরুত্ব, ফযিলত, সম্মান, মর্যাদা ও বরকতের দিক থেকে মুহাররম মাস বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ একটি মাস। এ করণেই ইসলামের শুরুর জামানায় মুহাররম মাসের সম্মানার্থে এ মাসে যুদ্ধ-মারামারি নিষিদ্ধ ছিল।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে,

﴿قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيرٌ﴾

'আপনি বলে দিন, এ মাসে যুদ্ধ করা বড় গোনাহ।'[৬]

এ মাসকে সম্মানিত মাস বলে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে,

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾

'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মাস গণনার সংখ্যা বারটি.......এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত।'[৭]

[৬] সূরা আল-বাকারা, ২:২১৭
[৭] সূরা আত-তাওবা, ৯:৩৬